দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 6 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

৯৩

শিক্ষাঙ্গনে

পরীক্ষায় নকল প্রবণতা

বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীকর্তৃক নকল প্রবণতা অন্যান্য জাতীয় সমস্যার ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যকরী কোন ভূমিকা স্বাধীনতা পরবর্তী কোন সরকারই গ্রহণ করতে পারেনি।

আজ স্বল্প সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া স্কুল পর্যায় থেকে আরম্ভ করে এই নকল প্রবণতা কম-বেশী প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সামাজিক ব্যাধি দূর করার জন্য দেশের গণতান্ত্রিক সরকারকে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আজকে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস ও মস্তানীর অন্যতম কারণ হচ্ছে নকল করে পাস করা ছাত্রদের বিচরণ। কলে-কারখানায় এদেরই কারণে কাজের চাইতে মিটিং-মিছিল, শোভা যাত্রাই বেশী, অফিস-আদালতে কাজের চেয়ে ঘুষের প্রবণতা অযথা হয়রানি ইত্যাদির দাপটই বেশী।

সমাজের প্রতি স্তরে সৎ-চরিত্রের মানুষ ছাড়া দেশের বা জাতির কল্যাণ কখনও হতে পারে না। যারা নকল করে পরীক্ষা পাস করে, তাদের কাছ থেকে ভাল চরিত্র প্রত্যাশা করা কতটা সমীচীন তা জিজ্ঞাসার ব্যাপার। অবশ্য মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই শোধরানোর সুযোগ রয়েছে তা অস্বীকার করি না কিন্তু তা নিতান্ত নগন্যই হয়ে থাকে। শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ প্রত্যেকেই আজ নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য দাবী আর আন্দোলন নিয়ে যতটুকু মাঠ সরগরম করে থাকেন, দেশের এহেন গুরুতর সমস্যা নিয়ে ততটুকু চিন্তা করেন না বলে আমার বিশ্বাস। সরকারের উঁচু স্তরের কর্তা ব্যক্তিরা মাঝে মধ্যে কৃত্রিম ও চটকদার বাহবা কুড়ানোর জন্য পরীক্ষার মাস পনের দিন আগে হঠাৎ করে কিছু নিয়ম-নীতি আরোপ করেন। এর ফলে হিতে বিপরীত হয়। যেমন এ বছরের (১৯৯৩) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উল্লেখ করা যায়। যে সমস্যার পিছনে রয়েছে অনেকগুলো সুস্পষ্ট কারণ— তার সবগুলোকে অস্বীকার করে দু'একটি কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খোঁজা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। এ জন্যে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক সরকারের পবিত্র সংসদে তা আলোচনা করা এবং সমাধানের পথ খোঁজা।

সমাজের বিত্তবানদের হয়ত এ ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের ছেলে মেয়েরা প্রায়ই দেশের বাইরে লেখাপড়ায় রয়েছে। গ্রাম বাংলার দরিদ্র ঘরের সন্তান অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানেরা আগেকার দিনে বিভিন্ন পরীক্ষা যে মেধার স্বাক্ষর রাখত। এখন তার হার খুবই কম। ওরা আজ যে স্কুলে শিক্ষকদের কাছে পড়াশুনা শিখছে তাদের অনেকেরই এই পথে পাস করা। আমি কিন্তু কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে হেয় করার জন্য তা উল্লেখ করিনি, বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এর থেকে মুক্তি অর্জন কিভাবে সম্ভব? সংক্ষেপে বলা যায় দৈবক্রমে অথবা তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য সময়, সঠিক নির্দেশনা ও সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। যেমন আজকাল আমাদের জাতীয় প্রচার মাধ্যম বিটিভি যতটুকু সময় প্রেম বিরহ পাশ্চাত্য নাস্তিক সংস্কৃতির শিক্ষা দেয়া হয় তার কিছুটা সময় এদিকে দিলে হয়ত আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা সুন্দর পথের সন্ধান পেতে পারে। সবশেষে বলা যায় যেহেতু ইহা শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান একটি জাতীয় সমস্যা, তাই যারা জাতীয় বিবেক ও নীতি নির্ধারক— তাদেরকেই তা নিয়ে ভাবতে হবে, না হয় অদূর ভবিষ্যতে সার্বিক প্রতিযোগিতায় আমাদেরকে টিকে থাকা কষ্টকর হবে।

—মোঃ নেছাওর মিয়া,
প্রভাষক উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ,
এমসি কলেজ, সিলেট।